প্রেমের পথে

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

প্রেরিত মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ (আল্লাহ্র শান্তি ও আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হোক) প্রার্থনা করতেন—

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা 'হুব্বাকা ওয়া 'হুব্বা মাঁয় য়ু'হিব্বুকা ওয়া-ল্ 'আমালা-ল্লাযী য়ুবাল্লি'গুনী 'হুব্বাকা। আল্লাহুম্মা-জ্ 'আল্ 'হুব্বাকা আ'হাব্বু ইলায়্যা মিন্ নফ্সী ওয়া মালী ওয়া আহ্লী ওয়া মিনা-ল্ মাই-ল্ বারিদ্।" (তিরমিযী)

—হে আল্লাহ্, নিশ্চয় আমি তোমার প্রেম ভিক্ষা করি, যে তোমাকে প্রেম করে তার প্রেম ভিক্ষা করি এবং যা আমাকে তোমার প্রেমে উপনীত করবে এমন কার্য ভিক্ষা করি। হে আল্লাহ্, তোমার প্রেমকে আমার প্রাণ থেকে, আমার ধন থেকে, আমার পরিজন থেকে এবং শীতল জল থেকে আমার প্রিয়তর কর।

পরমহংস রামকৃষ্ণ ছিলেন যোগী সাধক—ঈশ্বর-প্রেমিক। তাই আমি তাঁকে প্রেম করি। ঈশ্বর আমার প্রিয় থেকে প্রিয়। তাঁকে যিনি প্রেম করেন, তিনিও আমার প্রিয়। রামকৃষ্ণজী কিছুকাল মুসলমান-রূপে সাধনা করে মুসলমান-মণ্ডলীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে গিয়েছেন। তিনি একদিন শিষ্যদের বললেনঃ "কেহ বলে জল, কেহ বলে পানি, কেহ বলে ওয়াটার। নামে কি আসে যায়? পান কর, পিপাসা মিটিবে।"

হজরত মুহম্মদ কুরআন শরিফে ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা তাঁহাকে যে-নামেই ডাক না কেন, তাঁহার সকল নামই সুন্দর। (১৭শ অধ্যায়, ১১০ শ্লোক)

সূফি চূড়ামণি জালালুদ্দীন রূমী মাস্নভী গ্রন্থে একটি সুন্দর উপাখ্যানে এই পরম তথ্যই ব্যাখ্যা করেছেন। বাজারের পথে তিনটি লোকের কথাবার্তা হচ্ছিল। তর্ক উঠল—কোন ফল সকলের চেয়ে সুস্বাদু। একজন, সে ছিল পারসি, সে বললঃ "আঙ্গুর।" দ্বিতীয় জন, সে ছিল আরবি, সে বললঃ "উঁহু! ইনাব।" তৃতীয় জন, সে ছিল গ্রিক, সে বললঃ "স্তাফিলী।" অনেক কথা-কাটাকাটি হলো। কিন্তু কেউই নিজের মত ছাড়ল না। শেষে প্রত্যেকেই বললঃ "আচ্ছা, বাজারে চল, খাওয়াইয়া দেখাইব আমার ফল সকলের চেয়ে সুস্বাদু কিনা।" বাজারে তিনজন একই দোকানে উপস্থিত। পারসি বলেঃ "এই দেখ আমার আঙ্গুর।" আরবি বলেঃ "এই তো আমার ইনাব।" গ্রিক বলেঃ "বাঃ! এই তো আমার স্তাফিলী।" একই ফল। ভাষা-ভেদে কত ঝগড়া!

সাধক কবি হাফিয গেয়েছেন—

"বায়াত্তর এই মতের লড়াই তর্কাতর্কি সবই মিছে।
পায়নি তারা সত্যেরি পথ, চলেছে তাই খেয়াল পিছে।"

কুরআন শরিফ গোঁড়াদের কেমন তিরস্কার করে বলছেনঃ এবং তাহারা বলে, 'ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান ছাড়া কেহ কিছুতেই স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।' ইহা তাহাদের খেয়াল। বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর।' বরং যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করিয়াছে এবং যে হিতকারী—তাহার প্রতিদান তাহার প্রভুর নিকট আছে, তাহার কোন ভয় নাই, সে কোন শোক পাইবে না। ইহুদিরা বলে, 'খ্রিস্টানেরা কিছু নয়।' খ্রিস্টানেরা বলে, 'ইহুদিরা কিছু নয়।' ইহারা সকলেই শাস্ত্র পড়ে। এইরূপ যাহারা জ্ঞানহীন, তাহারাও ইহাদের মতো কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের যে-বিষয় লইয়া বিবাদ, সে-সম্বন্ধে আল্লাহ্ পরলোকের বিচার-দিনে তাহাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দিবেন। (২য় অধ্যায়, ১১২, ১১৩ শ্লোক)

তুমি যদি ঈশ্বরবিশ্বাসী হও, জিজ্ঞাসা করো না, অমুক হিন্দু কি মুসলমান, ইহুদি কি খ্রিস্টান? বরং জিজ্ঞাসা করঃ ভাই তুমি কি তাঁকে ভালবাস? মন-প্রাণ দিয়ে সত্য সত্যই তাঁকে ভালবাস? যদি উত্তরে একটু ছোট 'হুঁ' শব্দও শুনতে পাও, তবে তাকে প্রেমালিঙ্গন দাও। সত্যই যে তোমার ধর্ম-ভাই।

মাটির দিকে তাকাও, দেখবে আলি দিয়ে, বেড়া দিয়ে, খানা দিয়ে, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা কত শত সহস্র ছোট ছোট খেত। আকাশের দিকে তাকাও, দেখবে এক অবিচ্ছিন্ন অভিন্ন অনন্ত নীলরূপ। দুনিয়ার সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত ভেদ! কত দ্বেষ! ঈশ্বরের দিকে তাকাও, সকল ভেদ ঘুচবে, সকল দ্বেষ মিটিবে। ■